গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি-সম্পাদকসহ ১৪ নেতার বিরুদ্ধে বিএনপির মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপি অফিস ভাংচুরের অভিযোগে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, সাধারন সম্পাদক অনিকসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক ও সাবেক পৌর কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটট আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলাটি আমলে নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক তদন্তের জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে,গত ১৩ আগষ্ট সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মামলার আসামী ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে বিএনপি অফিসে হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র,মোটরসাইকেল ভাংচুর,সাইবোর্ড ছিড়ে দেয় এমন অভিযোগ তুলে মামলা করা হয়।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু বলেন,রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে ব্যার্থ হয়ে অসত্য তথ্য তুলে ধরে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ভাবেই মামলা মোকাবেলা করা হবে।

মামলার বাদী গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাবেক পৌর কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বলেন,কোন কারন ছাড়াই বিএনপি অফিসে বারবার হামলার ঘটনা ঘটে। বাধ্য হয়েই মামলা দায়ের করা হয়েছে। সঠিক ভাবে মামলা তদন্ত করা হলে সঠিক তথ্য বের হয়ে আসবে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক মো: মকলেছুর রহমান মুকুল বলেন,এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের নামে মামলা করতে হবে। মিথ্যা দিয়ে কখনও রাজনীতি হয়না। এই মামলার ফলে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগ সহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা ঐক্যবন্ধ হবে।

গাংনীতে বিএনপি – ছাত্রলীগ হামলা পাল্টা হামলায় শহর রণক্ষেত্র

গাংনী উপজেলা বিএনপি ও ছাত্রলীগের মধ্যে হামলা পাল্টা হামলার ঘটনায় উপজেলা শহর এখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।
বিএনপির অফিসে ব্যাপক ভাংচুর। পুলিশ মোতায়েন।

বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা ও পৌর বিএনপি অফিসে বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বৈঠক চলছিল। এসময় ছাত্রলীগের একটি মিছিল গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ থেকে শুরু হয়ে এসে বিএনপি অফিসে হামলা চালায়।

এসময় বিএনপি অফিস থেকে এ হামলার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেশীয় তৈরী অস্ত্র ও লাঠি শোঠা নিয়ে ছাত্রলীগের উপর প্রতিরোধ করে। এসময় ছাত্রলীগের নেতা কর্র্মীরা দিকবিদিক ছুটে পালিয়ে যায়।

এসময় গাংনী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিরাট ইউনিট উপজেলা শহরে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেন। পরে ছাত্রলীগগের নেতা কর্মীরা আবারো জড় হয়ে এসে বিএনপি অফিসে ব্যাপক হামলা চালায়। বিএনপির অফিসের সাইনবোর্ড ছিড়ে ফেলে। পরে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। বর্তমানে গাংনী উপজেলা শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে—-

ভোলায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নিহতের ঘটনায় মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ

ভোলায় পুলিশে গুলিতে নিহত স্বেচ্চাসেবক দলের নেতা আব্দুর রহিম ও অর্ধশতাধিক নেতা কর্মী আহত হওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যেগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে বড় বাজার এলাকায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি আলমগীর খান ছাতু। এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি।

জেলা যুবদলের অন্যতম সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন,জেলা আইনজীবি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. নজরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা মকলেছুর রহমান ছেপু, আব্দুল করিম (মেগা), জেলা যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিক্লিয়ার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, যুবদল নেতা ইসমাইল, সদস্য খাইরুল, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, জেলা নবীন দলের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার শেখ সহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য,বিদ্যুতের লোডশেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে ভোলায় বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপির সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় গুলিবিদ্ধ হয়ে আবদুর রহিম নামে এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নিহত হন।

মেহেরপুরে বিএনপির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত

ভোলায় পুলিশ-বিএনপি সংঘর্ষে নিহত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আবদুর রহিমের গায়েবানা জানাজা মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনের সড়কে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১ আগস্ট) বেলা এগারোটার দিকে এই জানাজা হয়।

জানাজায় বিএনপি, অংগ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন। তারা নিহত আব্দুর রহিমের রুহের মাগফিরাত কামান করে দোয়া ও মোনাজাত করেন।

জানাজা পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম।।

জানাজায় অংশ নেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, ইলিয়াছ হোসেন, আব্দুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী ভূট্টো, সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক সেন্টুসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, বিদ্যুতের দাবিতে কর্মসূচি ছিল শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ। বিএনপির এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ফ্যাসিবাদী সরকারের পুলিশ দিয়ে গুলিবর্ষণ করেছে। গুলি করে বিএনপি নেতা কর্মীদের হত্যা করে আমাদের আন্দোলনকে দমন করতে চায়। এটা প্রমাণিত হয়েছে এই দেশের মানুষ এই ফ্যাসিবাদী সরকারের দমননীতিকে ভয় করেনা। দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জীবন দিয়ে হলেও দেশ রক্ষা করবে বিএনপি নেতা কর্মীরা।

তারা বলেন, আব্দুর রহিমের রক্তকে বৃথা যাবেনা। এই শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করে দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনকে আরো বেগবান করা হবে।

নতুন তেলবাহী কন্টেইনার ছাড়া ১১ দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে- অনিন্দ্য ইসলাম অমিত

খুলনা বিভাগীয় বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন কোনো জ্বালানি তেলবাহী কন্টেইনার চট্টগ্রাম পয়েন্টে যদি না আসে তাহলে আগামী ১১ দিন পরেই বাংলাদেশের সকল যানবাহন চলাচল ও সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে এই বাংলাদেশের অর্থনীতি যখন সুশৃংখল তখন এই শহর অঞ্চলে গড়ে ৪ ঘন্টা ও গ্রাম অঞ্চলে ১৬ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে না।

কিছুদিন পূর্বেই হাতির ঝিলে শত কোটি টাকা ব্যয় করে শতভাগ বিদ্যুৎ সংযোগের উৎসব পালন করা হলো, কিন্তু আজ কয়েক মাসের ব্যবধানে এই রকম বিদ্যুৎবিহীন অবস্থা।

শনিবার বিকালের দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সারা দেশে বিদ্যুতের লোডশেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এ কথা বলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিতে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশকে জ্বালানি খাত, প্রাকৃতিক ও ভূগর্ভস্থ সম্পদের উপর নির্ভর না করে আমদানিকৃত জ্বালানি খাতের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বেও এদেশের অধিকাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভূগর্ভস্থ গ্যাস দ্বারা পরিচালিত হতো। কিন্তু এই অবৈধ সরকার বিদেশী রাষ্ট্রকে খুশি করার জন্য এবং তাদের দলীয় নেতাকর্মীদের

অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার জন্য আস্তে আস্তে আমাদের এই জ্বালানি খাতকে আমদানি নির্ভর করে ফেলেছে।

এছাড়াও এসময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, ইলিয়াস হোসেন, আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ বক্তব্য রাখেন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, মাহাবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক প্রমুখ।

জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতুর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশে যোগ দেয়। এসময় যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভ সমাবেশে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

বন্যার্ত অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো নৈতিক দায়ীত্ব—জাভেদ মাসদ মিল্টন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেছেন, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ বন্যা মানুষকে নি:স্ব করে ফেলেছে। এই সময় অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো নৈতিক দায়ীত্ব। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া তার খোঁজ না নিয়ে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

রিপন হোসেন, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক জুয়েল আহম্মেদ, সদস্য সচিব শাকিল আহম্মেদ প্রমুখ।

এসময় উপজেলা, পৌর বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপির কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্দেশনামতে বন্যার্তদের পাশে দাড়াতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিভিন্ন ইউনিট থেকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা উত্তেলন করা হয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি ৩০ হাজার, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপি ৩০ মটমুড়া ৩০ হাজার টাকাসহ গাংনী পৌরসভা ও ৭টি ইউনিয়ন থেকে ২০ হাজার টাকা করে ত্রাণ তহবিলে জমা দেন।

মেহেরপুরে গার্ড অব অনার প্রদান ছাড়া মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ দাফন !

মেহেরপুরে গার্ড অব অনার ছাড়া দাফন করা হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আহমেদের মরদেহ।

আজ বুধবার দুপুর ২টার সময় মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। শেখ সাঈদ আহমেদ মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি ছিলেন। এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপির মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। আগামীকাল বিএনপির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শেখ সাঈদ আহমেদের দাফনের পূর্বে গার্ড অব অনার পাওয়া উচিত ছিলো। গার্ড অব অনার প্রদানের জন্য পুলিশের একটি দলও সেখানে এসেছিলো। কিন্তু জেলা বা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট না পাঠানোয় গার্ড অব অনার প্রদান ছাড়াই দাফন করা হয়েছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

১২ নেতা কর্মী কারাগারে

নাশকতার অভিযোগে মেহেরপুর জেলা জামায়াত বিএনপির ১২ নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

বুধবার (৬ জুলাই) বিকাল সাড়ে তিনটার সময় মেহেরপুর চীফ জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আবু বক্কর সিদ্দিকের আদালতে হাজির হয়ে জামিন চাইলে বিচারক তাদের জামিন নামুঞ্জর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আসামিরা হলেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও সদর উপজেলার সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহাবুব উল আলম, জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারী রুহুল আমিন, জেলা জামায়াতের তারবিয়াত সেক্রেটারী রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেম্বর জাব্বারুল ইসলাম, মেহেরপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা জামায়াতের অর্থ সম্পাদক মহসিন আলী, জামায়াত কর্মী সাইফুল ইসলাম, রমজান আলী, বিএনপি কর্মী আলেহীম হোসেন, শাহাবুদ্দীন আহম্মেদ ও মখলেছুর রহমান।

মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গত ১৬ মে সোমবার দিনগত রাত ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের সাবেক মেম্বর জামায়াত নেতা আব্দুল জব্বারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হিজুলি গ্রামের ফয়জুল মালিথা (৫৫) ও সাবের আলী(৫০) নামের ২ জন জামায়াত নেতাকে আটক করে সদর থানা পুলিশ। ওই অভিযানে বিপুল পরিমাণ জিহাদি বই, মাসিক কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ জব্দ করেন বলে পুলিশ দাবী করেন।

ওই ঘটনায় সদর থানা পুলিশ বাদী হয়ে জামায়াতের নেতা কর্মীদের নামে সরকার বিরোধী নাশকতার পরিকল্পণা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ১৮৯/২২ ইং। মামলায় আসামিরা উচ্চ আদালত থেকে জামিনে ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ

চাল, ডাল, তেল, গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেমাবার বিকালে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে কোটচাঁদপুর থানা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে মেইন বাজার চত্তরে পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস.কে.এম সালাহ্উদ্দিন বুলবুল সিডল সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সদস্য মোঃ আবুবকর বিশ্বাস। সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জ টিপুর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মোঃ ইকরামুল হক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, পৌর বিএনপির নির্বাহী সদস্য ও সাবেক কাউন্সিলর শরাফৎ হোসেন পুটকে, পৌর বিএনপির ওয়ার্ড সভাপতি নেতা মোঃ মমিন মনোয়ার, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খাঁন মুকুল, সদস্য সচিব মামুন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, চাল, ডাল, তেল, গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের জীবন-জীবিকা হুমকির মূখে পড়েছে। এসময় তারা সরকারের সীমাহীন দূর্ণীতি, ভুলনীতি ও ব্যার্থতার দায়ে অবিলম্বে পদত্যাগ করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান।

না হলে, বিএনপি’র নের্তৃত্বে সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে বলে হুশিয়ারী দেন। এসময় উপজেলা এবং পৌর বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।